দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 OCT 19[illegible]
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

146

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও নকল প্রবণতা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন কোন মানুষ কল্পনা করা যায় না, ঠিক শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি কল্পনা করা যায় না। অর্থাৎ শিক্ষা ছাড়া কোন জাতির উন্নয়ন হতে পারে না। শিক্ষা মানুষকে সকল প্রকার সত্যের সন্ধান দেয় এবং মানুষকে অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে।

দেশের জনগণ শিক্ষিত হওয়ার অর্থ দেশ উন্নত হওয়া। সুতরাং দেশের জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে দেশে যুগোপযোগী শিক্ষা একান্তই দরকার। তাই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার পরিবর্তন অপরিহার্য।

আমাদের দেশে যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলতি আছে তা ছাত্র-ছাত্রীদের নকল প্রবণতা সৃষ্টিতে সহায়ক। প্রায়ই শোনা যায়, আমাদের দেশের অনেক শিক্ষকই নকল করতে ছাত্রদের সহায়তা করেন এবং তার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করেন। প্রাইভেট টিউশনির উপর নির্ভরশীল ছাত্র-ছাত্রীদের কেবল নকলেরই ইন্ধন যোগায় না বরং এসব ছাত্র-ছাত্রী সঠিক কিছু শিখতে পারে না। উন্নত ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার ফল হল—দেশে শিক্ষার হার বাড়বে, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা বন্ধ হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা আগ্রহের সাথে পড়াশুনা শেষ করে কর্মস্থানে গমন করবে। নকল বন্ধের ব্যাপারে নিম্নোক্ত কয়েকটি সুপারিশ বিবেচনা করা যেতে পারে।

(১) প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। এ ধরনের পরীক্ষায় নাম হবে 'প্রাইমারী পরীক্ষা'।

এ পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ স্কুলেই দিবে। এ ধরনের পরীক্ষায় পাসের সার্টিফিকেট প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ অনুসারে জাতীয় শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হবে।

(২) ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। এ ধরনের পরীক্ষার নাম হবে 'হাই স্কুল পরীক্ষা'।

এ পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ স্কুলেই দিবে। এ ধরনরে পরীক্ষায় পাসের সার্টিফিকেট প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ অনুসারে জাতীয় শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হবে।

(৩) নবম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এক বছর পর পর দু'টি পরীক্ষার ব্যবস্থা। এ পরীক্ষার নাম হবে 'মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা'। এ ধরনের দুইটি পরীক্ষা যথাসম্ভব প্রতিটি উপজেলা ও জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। এ জন্য আগে থেকেই 'শিক্ষা দপ্তর' কর্তৃক প্রতিটি উপজেলা ও জেলায় বড় ধরনের স্কুল গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের পরীক্ষার সার্টিফিকেট জাতীয় শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হবে।

(৪) একাদশ শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। এ পরীক্ষার নাম হবে 'উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা'। এ ধরনের পরীক্ষা প্রতি বছর মোট দু'টি পরীক্ষায় দু'বছরে শেষ করতে হবে। এতে নকলের প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এ ধরনের দু'টি পরীক্ষাও যথাসম্ভব উপজেলা ও জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। তাই 'শিক্ষা দপ্তর' কর্তৃক উপজেলা ও জেলায় বড় ধরনের কলেজ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের পরীক্ষার সার্টিফিকেট ও জাতীয় শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদতখহবে।

(৫) যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চায় তাদের সকলকে 'উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায়' পাস করার পর দু'বছর মেয়াদে বিএ (পাস), বিএসসি (পাস), বি-কম (পাস) অথবা এ ধরনের সমমানের পরীক্ষায় পাস করতে হবে। এ ধরনের পরীক্ষা পাস করতে হলে কলেজে ভর্তি হতে হবে। এবং কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মত এক বছর অন্তর অন্তর মোট দুইটি পরীক্ষা দুই বছরে শেষ করতে হবে। এ ধরনের পরীক্ষার সার্টিফিকেট ও জাতীয় শিক্ষা বোর্ড় কর্তৃক প্রদত্ত হবে।

(৬) তিন পর্যায়ে বর্তমান অনার্স পরীক্ষা তিন বছরের জায়গায় দুই বছর এবং মাস্টারস ডিগ্রী এক বছর করতে হবে। এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি একমাত্র দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে থাকবে।

(৭) ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, পলিটেকনিক অথবা এ ধরনের ব্যবস্থা যা বর্তমানে প্রচলিত তার কোন পরিবর্তন হবে না।

(৮) দেশে কারিগরি প্রতিষ্ঠান বহুলাংশে বৃদ্ধি করতে হবে।

—মোস্তফা জসিম রায়হানী